আরও সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক তৈরির উদ্যোগ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: রাজ্যে আরও প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়েছে। গ্রামীণ সড়ক যোজনার অধীনে এই কাজ হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস প্রকল্পের টাকা দীর্ঘদিন ধরে আটকে রেখেছে কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে গ্রামীণ সড়ক তৈরির কাজ আলাদা গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। কারণ, গ্রামীণ সড়ক তৈরি হলে পরিকাঠামোর উন্নতির পাশাপাশি অদক্ষ শ্রমিকদের কাজের সুযোগ বাড়বে। এক আধিকারিক বলেন, 'সেই কারণে নিজস্ব খরচে পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত গ্রামীণ সড়ক যোজনার অধীনে রাস্তা তৈরিতেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।' রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পের জন্য রাজ্যকে ৪০ শতাংশ টাকা দিতে হয়। রাজ্য তা করতে প্রস্তুত। কিন্তু বাকি কজের বরাদ্দ নিয়ে একটাই কথা বলার, কেন্দ্র না আঁচলে বিশ্বাস নেই।'

সূত্রের খবর, গ্রামীণ সড়ক যোজনার (পিএমজিএসওয়াই ৩) অধীনে বর্তমানে ৮৫৭.২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ১৪৪টি রাস্তা তৈরির কাজ চলছে পশ্চিমবঙ্গে। গত বছর ১৭ নভেম্বর ৫৮৪.৮৮ কোটি টাকার কাজের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। পঞ্চায়েত দপ্তর এই কাজ দ্রুত শেষ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেছে। এছাড়া, এই প্রকল্পের অধীনেই আরও প্রায় ৫ হাজার ৪৩০ কিলোমিটার রাস্তা এবং ৬টি ব্রিজ তৈরি হবে রাজ্যে। এর মধ্যে ৩,৪০২ কিলোমিটারের কাজ নিয়ে ইতিমধ্যে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের প্রি-এম্পাওয়ার্ড কমিটির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বাকি ২ হাজার ২৮ কিলোমিটারের বরাদ্দ চেয়ে কেন্দ্রকে প্রস্তাব পাঠাচ্ছে রাজ্য।

রাজ্যের এক পদস্থ কর্তা বলেন, ১৪৪টি রাস্তার কাজ শেষ হবে এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে। পরবর্তী কাজের ছাড়পত্র পাওয়া অনেকটাই নির্ভর করছে এই কাজের অগ্রগতির উপর। তাই চলতি কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে জেলাগুলিকে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, বাকি সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা তৈরির কাজও যাতে এই অর্থবর্ষেই শুরু করা যায়, সেভাবেই কাজ এগনো হচ্ছে। তবে কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়াটা একটা বড় ফ্যাক্টর।